গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বিষয় :

বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫ প্রণয়নের লক্ষ্যে আইন কমিশনের সুপারিশ

রিপোর্ট নম্বর : ১৩৬

০৫ জুলাই, ২০১৫

১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

মানসিক স্বাস্থ্য আইন সম্পর্কিত ধারণাপত্র

আধুনিক বিশ্বে জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (*World Health Organization*) মানুষের স্বাস্থ্য বিবেচনায় মানসিক স্বাস্থ্যকে শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (*WHO*) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী **'মানসিক স্বাস্থ্য'** বলতে এমন এক স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি - **(ক)** নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করতে পারেন; **(খ)** জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে জীবন যাপন করতে পারেন; **(গ)** উৎপাদনমুখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন এবং (ঘ) তার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোন না কোন ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম থাকেন। এই সংজ্ঞাভুক্ত উপাদানগুলো পরিপূর্ণভাবে স্বব্যাখ্যাত। আধুনিক সমাজ জীবনে একজন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যে রকম মানসিক চাপের সম্মুখীন হন এবং তার ফল হিসেবে যে সব সমস্যা, সংকট এবং রোগগ্রস্ততা মানুষকে পেয়ে বসে তা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব রেখে যায়। সেই বিবেচনায় সমাজের প্রয়োজনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা অতীব জরুরি।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এরূপ একটি আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (*WHO*) সর্বাত্মক সহযোগিতায় একটি প্রাথমিক খসড়া প্রণীত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে খসড়াটি চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় আইন কমিশনকে যুক্ত করা হয়। বিগত প্রায় দুই বছর ধরে আইন কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের আইনী কাঠামোতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র বিদ্যমান পূর্ণাঙ্গ আইন হল ***The Lunacy Act, 1912(Act NO. IV of 1912)*** । প্রণয়নের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত আধুনিক হলেও শতবর্ষের কালপরিক্রমায় আইনটির প্রাসঙ্গিকতা এবং সময়োপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মানবাধিকারের ধারণার উন্মেষ, অগ্রগতি এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপক উন্নতির কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আইন এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতিকে জনগণের

দৈনন্দিন জীবনে সফলভাবে প্রতিভাত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণীত হয়েছে। বৃটিশ-ভারতীয় আইনী কাঠামোয় ***The Lunacy Act, 1912*** যেসব দেশে প্রচলিত ছিল সেসব দেশেও অনেক আগেই এই আইনকে বাতিল করে সময়োপযোগী মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণীত হয়েছে। ভারত ১৯৮৭ সালে মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়ন করে এবং বর্তমানে ***UNCRPD (UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)*** এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এর সংশোধনীর উদ্যোগ চলছে। পাকিস্তানে ২০০১ সালে মানসিক স্বাস্থ্য অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়।

বাংলাদেশে প্রণীতব্য এই আইনে যে সব বিষয়াদি সংযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

(১) কেবল জটিল মানসিক রোগী এবং তাদের সম্পর্কিত বিষয়াদিই নয় বরং এই আইনের বিষয়বস্তু হলো বাংলাদেশের জনগণের সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্য। এই আইনে সাধারণ সংজ্ঞা সম্পর্কিত ধারার বাইরে আলাদা একটি ধারায় মানসিক স্বাস্থ্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যের নির্ধারিত এই সংজ্ঞায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে; রাষ্ট্রের সীমিত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জনগণের জন্য প্রদত্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবার মানকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা আইনটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

(২) চিকিৎসক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীগণ রয়েছেন তার সবকয়টি ধরণকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়;

(৩) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান রেখে, তার কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হয়;

(৪) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধিকারসমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য না হলেও এগুলো মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তির অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে;

(৫) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থণার সুযোগ রেখে মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে;

(৬) এই আইনে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কিছু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চিকিৎসা চলাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার অমর্যাদাকর আচরণ (শারীরিক অথবা মানসিক) অথবা নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না, বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত চিকিৎসা চলাকালে কোন

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত বা তার নিকট আগত কোন চিঠি বা অন্য কোন ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করা, আটক করা বা ধ্বংস করা যাবে না। যে কোন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকগণের সমান আইনী সামর্থ্য ***(Legal Capacity)*** প্রয়োগ করা থেকে বিরত করা যাবে না। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় অথবা চিকিৎসাহীন অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা যাবে না অথবা তার অভিভাবক কর্তৃক তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই ধারাসমূহের বিধান লঙ্ঘন করলে তা শাস্তিযোগ্য হবে।

(৭) ***UNCRPD*** তে বর্ণিত অধিকারসমূহের মধ্যে আইনী সামর্থ্য (***Legal Capacity***) মানসিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা যথাযথভাবে এই আইনে সংযোজিত হয়েছে।

পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও এই আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

(১) মানসিক হাসপাতাল এবং সেবালয় প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আটকাদেশ সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ভর্তি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে তার পদ্ধতি সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) পুলিশের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে উপস্থাপনের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) রিসেপশন অর্ডার সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভর্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক ৯০ দিন অতিক্রান্তের পর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত কয়েদীদের ভর্তি, আটক, চিকিৎসা এবং নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে।

(৫) ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগী, অনিচ্ছাকৃত ভর্তি রোগী, রিসেপশন অর্ডারের অধীন ভর্তিকৃত রোগী এবং পাশাপাশি অনুসন্ধানে (***On inquisition***) কোন মানসিক রোগীকে সুস্থ পাওয়া গেলে তাকে ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে।

(৬) অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে। কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে আটককৃত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বহন করার বিধান না থাকলে, সরকার কর্তৃক বহন করার কথা বলা হয়েছে।

এসব বিষয়ের পাশাপাশি আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য যে সকল বিধান সংযুক্ত করা আছে তা হলো:

(১) দন্ড বা শাস্তির বিধান ;

(২) আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা, জামিন যোগ্যতা, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারিক আদালত, কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, আইনগত সহায়তা, মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পেনশন সুবিধা, সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ, বিধি প্রণয়ন, প্রবিধান প্রণয়ন, আইনের ইংরেজী পাঠ প্রণয়ন;

(৩) বিবিধ বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধান।

এই আইনের খসড়া প্রণয়ন করার সময় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনায় চারটি কার্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসকগণ, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীগণের প্রতিনিধি, আইন কমিশন, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও ড্রাফটিং বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ চারটি কার্যসভার আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়াটি প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট পরবর্তীতে ঐ খসড়াটি চুড়ান্তকরণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আইন কমিশনে প্রেরণ করে। এই পর্যায়ে কমিশন ব্যাপক পর্যালোচনা, যাচাই- বাছাই, বিভিন্ন আইনের সাথে তুলনা মূলক পর্যালোচনা, উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সমূহ নিরীক্ষণের মাধ্যমে খসড়াটি অধিকতর সমৃদ্ধ করা হয়।

অতঃপর খসড়া আইনটির বিষয়ে মতামত আহ্বান করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া কমিশনের ওয়েবসাইটে খসড়াটি সংযুক্ত করে সর্বসাধারণের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হয়। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসকগণ, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীগণের প্রতিনিধি, আইন কমিশন, বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একাধিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাসমূহে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আইনটির খসড়া নিম্নে যুক্ত করা হলো :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫

(২০১৫ সালের ... ... নং আইন)

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় **প্রারম্ভিক**

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং অসুস্থতা

দ্বিতীয় অধ্যায় **জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**

৪। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ

৫। কর্তৃপক্ষের গঠন

৬। সদস্যগণের অযোগ্যতা

৭। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৮। মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ

তৃতীয় অধ্যায় **মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার**

৯। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার।

চতুর্থ অধ্যায় **মানসিক হাসপাতাল এবং সেবালয়**

১০। মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা সম্পর্কিত হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ

১১। লাইসেন্স

১২। লাইসেন্সের আবেদন

১৩। লাইসেন্স প্রদান অথবা বাতিলকরণ

১৪। লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন

১৫। মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয় ইত্যাদি পরিচালনা

১৬। লাইসেন্স প্রত্যাহার

১৭। আপীল

১৮। মানসিক হাসপাতাল ও সেবালয়সমূহ পরিদর্শন এবং রোগীদের সাক্ষাৎ

১৯। বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসা

পঞ্চম অধ্যায় **চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আটকাদেশ**

২০। ভর্তি এবং আটকাদেশ

২১। স্বেচ্ছায় ভর্তির প্রক্রিয়া

২২। প্রতিবাদে অক্ষম রোগীর ভর্তির প্রক্রিয়া

২৩। অনিচ্ছাকৃত ভর্তির প্রক্রিয়া

২৪। নাবালকের সাবালকত্ব অর্জনের পরবর্তী বিধান

২৫। মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল

২৬। পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব

২৭। মানসিক রোগে আক্রান্ত এমন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে উপস্থাপনের পর কার্যপদ্ধতি

২৮। মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান

২৯। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের ব্যাপ্তি

ষষ্ঠ অধ্যায় **রিসেপশন অর্ডার**

৩০। মানসিক সমস্যাগ্রস্ত কয়েদীদের চিকিৎসা

৩১। মানসিক রোগে আক্রান্ত অভিযুক্ত বা দন্ড প্রাপ্ত কয়েদীদের ভর্তি ও আটক
৩২। রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন
৩৩। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রিসেপশন অর্ডার প্রদান
৩৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসিক রোগের কারণে সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী না হইলে
৩৫। মানসিক রোগাক্রান্ত অভিযুক্ত আসামী যাহারা শুনানির জন্য উপযুক্ত নয়।
৩৬। কয়েদীর কারাদন্ডের মেয়াদের অধিক সময় চিকিৎসা সুবিধার জন্য স্থানান্তর
৩৭। অভিযুক্ত আসামীদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য স্থানান্তর
৩৮। দায়িত্বপ্রপ্ত মেডিকেল অফিসারের নিকট রিসেপশন অর্ডারের কপি প্রেরণ

সপ্তম অধ্যায় ছাড়পত্রের (Discherge) প্রক্রিয়া

৩৯। স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগীর ছাড়পত্র প্রদান (Discherge) প্রক্রিয়া
৪০। অনিচ্ছাকৃত ভর্তি মানসিক রোগীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান
৪১। রিসেপশন অর্ডারের মাধ্যমে আটককৃত কোন মানসিক রোগীর ছাড়পত্র
৪২। রিসেপশন অর্ডারের অধীন ভর্তিকৃত রোগীকে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয় আদালতকে অবহিতকরণ
৪৩। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান
৪৪। রিসেপশন অর্ডারের অধীনে ভর্তিকৃত মানসিক রোগীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান
৪৫। পুণর্বিবেচনার জন্য আবেদন

অষ্টম অধ্যায় অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ

৪৬। ১৮ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সের মানসিক রোগীর অভিভাবক নিয়োগ
৪৭। নাবালকের যত্ন,তত্ত্বাবধানের আদেশ
৪৮। রোগীর সম্পত্তি ও বিষয়াদি রক্ষানাবেক্ষণ

৪৯। কতিপয় ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় সরকার কর্তৃক বহন

৫০। মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা

৫১। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য আবেদন

৫২। তদন্তের পর আদালত যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে

৫৩। আপীল

নবম অধ্যায় **মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কতিপয় সুরক্ষা**

৫৪। চিকিৎসা চলাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার

৫৫। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

দশম অধ্যায় **দন্ড সংক্রান্ত বিধান**

৫৬। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দন্ড

৫৭। মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানের দন্ড

৫৮। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্যায্যভাবে রিসেপশন এর মাধ্যমে আটক রাখার দন্ড

৫৯। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য ব্যবহার করিবার দন্ড

৬০। অন্যান্য বিধান লংঘনের সাধারণ দন্ড

একাদশ অধ্যায় **বিবিধ**

৬১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৬২। মামলা দায়ের, আমলযোগ্যতা ইত্যাদি

৬৩। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৬৪। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৬৫। আইনগত সহায়তা

৬৬। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পেনশন সুবিধা

৬৭। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

৬৮। বিধি প্রণয়ন

৬৯। প্রবিধন প্রণয়ন

৭০। রহিতকরণ ও হেফাজত

৭১। ইংরেজী পাঠ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫

(২০১৫ সালের ... ... নং আইন)

[তারিখ.....]

বাংলাদেশের নাগরিকগণের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীর ও সম্পত্তির অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, চাকুরিসহ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য সহজলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিশ্চিতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকগণের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন **বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(১) "অভিভাবক" অর্থ স্বাভাবিক অভিভাবক অথবা আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত অভিভাবক, যিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর অথবা সম্পত্তির তত্ত্বধান করেন অথবা উভয়ের তত্ত্বধান করেন;

(২) "অপ্রতিবাদী রোগী (***Nonprotesting patient***)" অর্থ এইরূপ কোন মানসিক রোগী বা প্রতিবন্ধী, যিনি মানসিক স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসা বা ভর্তি সংক্রান্ত মতামত প্রদানে অক্ষম কিন্তু মানসিক চিকিৎসা গ্রহণে বাধা প্রদান করেন না;

(৩) "আইন" অর্থ 'বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫;

(৪) "আত্মীয়" অর্থ কোন মানসিক রোগীর রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন অথবা বিবাহ সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন অথবা আদালত কর্তৃক

অনুমোদিত বৈধ আত্মীয়-স্বজন, যিনি অভিভাবকের অপারগতায় অথবা অনুপস্থিতিতে রোগীর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন;

(৫) "আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে ক্ষেত্রমত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা জজ আদালত;

(৬) "মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল ***(Mental Health Tribunal)*** " অর্থ এই আইনের ২৫ ধারার অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল;

(৭) "এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী, যিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে এডুকেশনাল সাইকোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বপর্যন্ত ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ডিগ্রীধারীর অধ্যয়নের যেকোন পর্যায়ে ডিগ্রীর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে কমপক্ষে নয় মাসের এডুকেশনাল সাইকোলজি প্রয়োগের বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(৮) "কাউন্সেলর" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী, যিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে পেশাগত কাউন্সেলিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী প্রাপ্ত অথবা যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এবং সেইসাথে পেশাগত কাউন্সেলিং এর উপর এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে

নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ডিগ্রী/ ডিপ্লোমাধারীর অধ্যয়নের যেকোন পর্যায়ে ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে কমপক্ষে তিন মাসের কাউন্সেলিং এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(৯) "কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী যিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ডিগ্রীধারীর অধ্যয়নের যেকোন পর্যায়ে ডিগ্রীর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে কমপক্ষে ছয় মাসের কাউন্সেলিং এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(১০) "ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট" অর্থ এমন একজন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবি যিনি বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে এক (১) বছরের এম.এসসি/এম.এস এবং দুই(২) বছরের এম.ফিল অথবা একই বিষয়ে এম.এসসি/এম.এস সহ পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, ডিগ্রীধারীর অধ্যয়নের যে কোন পর্যায়ে ডিগ্রীর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অনুমোদিত যে কোন হাসপাতাল, ইনিস্টিটিউট অথবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে মনোবৈজ্ঞানিক-চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া রোগী দেখার কমপক্ষে এক বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(১১) "চিকিৎসা" অর্থ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধ প্রয়োগ এবং সাইকোলজিক্যাল, কর্মসংস্থানমূলক পুনর্বাসন অথবা অন্য যেকোন প্রকার আইন অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা;

(১২) "চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান" অর্থ মানসিক হাসপাতাল অথবা যে কোন সেবা কেন্দ্র (সরকারী অথবা বেসরকারী), যেখানে মানসিক রোগের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়;

(১৩) ''অবহিতকরণ সাপেক্ষে চিকিৎসার সম্মতিপত্র (*Informed consent for treatment*)" অর্থ কোন ব্যক্তি বা রোগীকে চিকিৎসার পূর্বে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, চিকিৎসার উপকারিতা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে এবং চিকিৎসা গ্রহণ না করিলে কি ক্ষতি হইতে পারে এবং প্রস্তাবিত চিকিৎসার বিকল্প চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করিবার পর কোনরূপ ভীতি অথবা প্ররোচনা ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে অনুমতি লওয়া;

(১৪) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(১৫) "দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার" অর্থ কোন মানসিক হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সকল হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগ, মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্র, মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র (সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক), মাদকাসক্তের চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত মেডিকেল অফিসার,

তবে উক্ত মেডিকেল অফিসার যথাসম্ভব একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হইবেন;

(১৬) "নাবালক (*Minor*)" অর্থ অনূর্ধ্ব আঠারো বৎসর বয়সের যে কোন ব্যক্তি;

(১৭) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১৮) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২০) "বেসরকারী সংস্থা" অর্থ সেই সকল এনজিও যাহারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখিয়াছে;

(২১) "বুদ্ধি প্রতিবন্ধীত্ব (*Mental retardation*)" অর্থ কোন ব্যক্তির রহিত বা অসম্পূর্ণ মানসিক বিকাশ যাহাতে তাহার বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত হয়;

ব্যাখ্যা ।- অসম্পূর্ণতার মাত্রা ক্লিনিক্যালি পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক হইবে এবং এই মাত্রা নির্ধারণের জন্য *International Classification of Diseases (ICD) / Diognestic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* এর মান অনুসরণ করিতে হইবে ।

(২২) "ব্যবস্থাপক" অর্থ যিনি আদালতের আদেশ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(২৩) "মাদকাসক্তি" অর্থ এমন একটি অবস্থা যে ক্ষেত্রে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত নয় এমন দ্রব্য নিয়মিত গ্রহণের ফলে অথবা নিয়মিত গ্রহণের পরবর্তীতে অকস্মাৎ বন্ধের কারণে বিভিন্ন রকম কষ্টকর শারীরিক এবং মানসিক পরির্বতনের লক্ষণ দেখা দেয় এবং যে দ্রব্যগুলোর ব্যবহার নিজের এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর;

(২৪) "মানসিক অসুস্থতা (*Mental Disorder*)" অর্থ ক্লিনিক্যালী স্বীকৃত এমন কতক লক্ষণ অথবা আচরণ যাহা বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অথবা উভয় কষ্টের সহিত সম্পর্কিত এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মানসিক রোগ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এবং মাদকাসক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মানসিক রোগের আন্তর্জাতিক রোগ নির্ধারণ প্রক্রিয়া (*ICD & DSM*) অনুসারে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট (*Clinical*

Judgment) এর উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ মানসিক অসুস্থতা নির্ধারিত হইবে;

(২৫) "মানসিক অক্ষমতা" অর্থ কোন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অসমর্থতা;

(২৬) "মানসিক রোগ (*Mental illness*)" অর্থ মানসিক অসুস্থতার একটি ধরণ; মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং মানসিক প্রতিবন্ধীতা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না:

(২৭) "মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ" অর্থ এমন একজন চিকিৎসক যিনি বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত মানসিক রোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমাধারী;

(২৮) "মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী" অর্থ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাইকিয়াট্রিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্কার, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলর, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিক নার্স (মানসিক সেবাকর্মী);

(২৯) "মানসিক ক্ষমতা" অর্থ কোন মতামত প্রদানের সক্ষমতা বা কোন একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা;

(৩০) "মানসিক প্রতিবন্ধিতা" অর্থ মানসিক রোগের (সিজোফ্রেনিয়া, ডিমেনশিয়া, অটিজম, বাইপোলার, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারসহ বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, মাদকাসক্ততা) কারণে কোন ব্যক্তির কাজ করিবার অক্ষমতা, সীমিত কার্যক্ষমতা ও অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা বুঝাইবে;

(৩১) "মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত বন্দী" অর্থ মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত এইরূপ কোন ব্যক্তি যাহাকে আইনানুগভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা

অথবা চিকিৎসার জন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্র বা নিরাপদ জায়গায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়;

(৩২) "মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই আইনের ৬ ধারার অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ;

(৩৩) "মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই আইনের ১১ ধারার অধীনে গঠিত রিভিউ কর্তৃপক্ষ;

(৩৪) "মেডিকেল অফিসার" অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত স্নাতক ডিগ্রীধারী চিকিৎসক;

(৩৫) "ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(৩৬) "রিসেপশন অর্ডার" অর্থ কোন ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ;

(৩৭) "লাইসেন্স" অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত লাইসেন্স;

(৩৮) "লাইসেন্সী" অর্থ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৩৯) "লাইসেন্সধারী সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল (মানসিক হাসপাতাল)" অথবা "লাইসেন্সধারী সাইকিয়াট্রিক নার্সিং হোম (মানসিক সেবালয়)" অথবা "মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্র" অর্থ এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারীভাবে চালিত মানসিক হাসপাতাল (সাইকিয়াট্রিক হসপিটাল), সাইকিয়াট্রিক নার্সিং হোম (মানসিক সেবালয়), সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক (মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র), মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র;

(৪০) "সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্কার" অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত আইনে বর্ণিত ডিগ্রী রহিয়াছে এবং যাহারা সমাজসেবা অধিদপ্তর

অথবা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

(৪১) "সাইকোথেরাপিস্ট" অর্থ কোন একজন চিকিৎসক, অথবা একজন সাইকোলজিস্ট, অথবা একজন কাউন্সেলর, অথবা একজন সমাজকর্মী যিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হইতে সাইকোথেরাপি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা অথবা সমমানের ডিগ্রী প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, প্রশিক্ষণধারীর প্রশিক্ষণের যে কোন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে কমপক্ষে এক বছরের সাইকোথেরাপি প্রদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(৪২) "সোস্যাল ওয়ার্কার (সমাজসেবা কর্মী)" অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং অসুস্থতা

৩। (১) 'মানসিক স্বাস্থ্য' অর্থ এমন এক স্বাভাবিক অবস্থা যেইখানে প্রত্যেক ব্যক্তি -

(ক) নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করিতে পারেন;

(খ) জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন;

(গ) উৎপাদনমুখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে পারেন এবং

(ঘ) তার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোনভাবে অবদান রাখিতে সক্ষম থাকেন।

(২) 'মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা' বলিতে ব্যক্তি অথবা সমাজ জীবনে এমন সঙ্কটকালীন অবস্থাকে বুঝাইবে যেইখানে কোন ব্যক্তি -

(ক) নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করিতে অপারগ; অথবা

(খ) জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া জীবন যাপন করিতে অসমর্থ; অথবা

(গ) উৎপাদনমূখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে অক্ষম এবং

(ঘ) তাঁহার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোনভাবে অবদান রাখিতে সক্ষম নন।

(৩) 'মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি' বলিতে মানসিকভাবে অসুস্থ বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে :

তবে, শর্ত থাকে যে, এই সকল মানসিক অসুস্থতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং একজন যথাযোগ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসক অথবা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ এবং রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে,

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হইবে।

কর্তৃপক্ষের গঠন

৫। নিম্নবর্ণিত সদস্যগণকে লইয়া কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে -

(১) (ক) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সভাপতি: সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ;

(খ) সভাপতির কার্যকাল হইবে তিন (০৩) বৎসর, যাহা নবায়ন যোগ্য হইবে;

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণকে লইয়া কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে:

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব;

(খ) পরিচালক, সরকারি মানসিক হাসপাতাল;

(গ) মনোচিকিৎসা বিভাগের প্রধান, সরকারী মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল;

(ঘ) ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন মনোচিকিৎসক;

(ঙ) মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত একজন পেশাজীবী;

(চ) একজন সমাজকর্মী

(ছ) পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, পদাধিকার বলে যিনি উক্ত কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঘ), (ঙ) এবং (চ) দফায় বর্ণিত সদস্যগণ উল্লিখিত পেশাজীবীগণের মধ্য হইতে সরকারের বিবেচনায় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষভাবে আগ্রহী এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের সদস্যগণের মধ্যে অন্যূন দুইজন সদস্য নারী হইতে হইবে।

সদস্যগণের অযোগ্যতা

৬। একজন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সদস্যপদ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন অথবা সরকার কর্তৃক সদস্যপদ হইতে অপসারিত হইবেন যদি তিনি -

(ক) কোন ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হইয়া কারাদন্ড ভোগ করেন; অথবা

(খ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(ঘ) সরকার,সরকারি মালিকানাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৭। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:-

(১) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যোগ্যতা অনুসারে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাহার অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইন, নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প পর্যালোচনা এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে, ক্ষেত্রমত, উহা সংশোধন বা নতুন করিয়া প্রণয়ন বা গ্রহণে সরকারকে সুপারিশ করা এবং বেসরকারি সংস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগঠন ও স্বসহায়ক সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান;

(২) সরকারের আওতাধীন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম এবং এই আইনের অধীন সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় অথবা সরকারের অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;

(৩) মানসিক চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ (মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যে

জায়গায় রাখা বা আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে আটক রাখা হয় উহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত) ও তত্ত্বাবধান;

(৪) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাসস্থান, রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, চিকিৎসা এবং কল্যাণের বিষয় সরকারের নিকট সুপারিশ প্রণয়ন এবং প্রতিবেদন পেশ;

(৫) জেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা;

(৬) সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অথবা মানসিক রোগের কারণে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য, যতখানি সম্ভব হয়, সামাজিক পরিবেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) মানসিক রোগের উপর গবেষণা চলমান রাখা ;

(৮) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিচর্যা এবং চিকিৎসায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা-গ্রহণ;

(৯) মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জনমত তৈরী করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানসিক রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন বিষয়ে জনসাধারণের বোধগম্যতা এবং সম্পৃক্ততা ত্বরান্বিতকরণ;

(১০) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির সংশোধন সম্পর্কিত সুপারিশমালা পেশ করা

এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই ধরণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন;

(১১) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) উপধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় সকল কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উহা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত কমিটি যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্য কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগঠন বা সহায়ক সংগঠনকে, ক্ষেত্রমত, অনুরোধ বা নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ

৮।(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আইন অনুযায়ী জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে হইবে।

(২) মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষের গঠন হইবে নিম্নরূপ -

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় সরকারি কর্মে নিয়োজিত সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অথবা ঐরূপ পদমর্যাদার কাহাকেও না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত সিভিল সার্জন, যিনি সংশ্লিষ্ট জেলার মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষের সভাপতিও হইবেন;

(খ) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন ব্যক্তি;

(গ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(ঙ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(৩) সংশ্লিষ্ট জেলার মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে তাহাদের পদে নিয়োজিত থাকিবেন;

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপাতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত এবং মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার।

৯। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপাতিত এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহের অধিকারী হইবেনঃ-

(১) স্বাভাবিক জীবনযাপন;

(২) প্রকৃস্থিত সময়ে (*Lucid Interval*) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী সামর্থের (*Legal Capacity*) স্বীকৃতি ও কর্তৃত্ব;

(৩) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন বা ভিন্ন মতাদর্শ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অথবা অন্য যে কোন ধরণের সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার না হওয়া;

(৪) মানসিক অসুস্থ হওয়া অথবা মানসিক অক্ষমতা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নাবালক, মহিলা, সংখ্যালঘু এবং অভিবাসী ব্যক্তিদের বৈষম্যের শিকার না হওয়া;

(৫) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির অংশীদারিত্ব;

(৬) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং বোধগম্য উপায়ে তথ্য প্রাপ্তি;

(৭) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া নিজ পছন্দের ভিত্তিতে মাতাপিতা, অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;

(৮) রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বা ভর্তুকিপ্রাপ্ত গৃহায়ণ কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার প্রাপ্তি;

(৯) যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা;

(১০) স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;

(১১) প্রাক প্রাথমিক হইতে শুরু করিয়া উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মূলধারার শিক্ষার সকল স্তরে অধ্যয়ন এবং সর্বস্তরে একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণ;

(১২) সমাজে অন্যদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে কর্মে নিযুক্ত হওয়া, সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং অবসরকালীন সুবিধা প্রাপ্তি;

(১৩) কর্মজীবনে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োজিত থাকা, অন্যথায়, যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি;

(১৪) মানসিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে কর্মঘন্টা শিথীলকরণের সুবিধা প্রাপ্তি;

(১৫) সর্বাধিক অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি;

(১৬) মানসিক রোগে আক্রান্ত হইবার কারণে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে অমর্যাদা (শারীরিক অথবা মানসিক), নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অথবা অসম্মানজনক আচরণ হইতে সুরক্ষা;

(১৭) মানসিক রোগে আক্রান্ত হইবার কারণে চিকিৎসা শুরু করিবার পূর্বে রোগী অথবা তাহার আইনসম্মত অভিভাবক কর্তৃক

"অবহিতকরণ সাপেক্ষে চিকিৎসার সম্মতিপত্র (*Informed consent for treatment*)" প্রদান;

(১৮) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নাবালক হইলে,-

(অ) ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত সকল সামাজিক বিবেচনার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(আ) চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে তাহাদের বয়সের উপযুক্ত এবং মানসিক বিকাশের অনুকূল পৃথক স্থান সংকুলান নিশ্চিতকরণ;

(ই) নাবালকের মানসিক রোগের চিকিৎসার সম্মতিসহ সকল অধিকার নির্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(ঈ) বয়স এবং পরিপক্কতা অনুযায়ী চিকিৎসায় সম্মতিসহ সকলক্ষেত্রে মতামত প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং

(উ) সকল অনিবর্তণীয় (*Irreversable*) ক্ষতিকারক চিকিৎসা নিষিদ্ধকরণ।

(১৯) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মহিলা হইলে,-

(অ) পর্যাপ্ত গোপনীয়তা এবং পুরুষদের থাকার জায়গা হইতে পৃথক স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(আ) যৌন বা শারীরিক নিপীড়ন হইতে রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ই) প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চিতকরণ;

(ঈ) স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(উ) স্তন্যদানকারী মা যাহারা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয় তাহাদেরকে এক (০১) বৎসরের কম বয়সী সন্তানের সহিত অবস্থান নিশ্চিতকরণ এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে সন্তানের দেখাশুনা এবং মা এর যথাযথ যত্ন লওয়ার জন্য অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ নিশ্চিতকরণ:

তবে এইক্ষেত্রে সন্তানের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে মায়ের সহিত অবস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে;

(ঊ) লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার না হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমমানের মানসিক চিকিৎসা সুবিধা ভোগ নিশ্চিতকরণ এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভর্তি ও চিকিৎসার বিষয়ে বিদ্যমান মানসিক চিকিৎসা এবং যত্নের সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঋ) চাকুরিতে নিয়োজিত অন্যান্য নারী চাকুরিজীবীর ন্যায় মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ নিশ্চিতকরণ।

(২০) কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে অবস্থান করা কালে বা শরণার্থী বা আশ্রয়প্রার্থী হইলে, বাংলাদেশের নাগরিকের অনুরুপ মানসিক চিকিৎসা প্রাপ্তি;

(২১) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন (***Reasonable accommodation and adjustment***)' নীতির সুবিধা প্রাপ্তি;

(২২) সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরী সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তি;

(২৩) দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করিতে মাতাপিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি উক্তরূপ মাতাপিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, তাহার জন্য যথাসম্ভব নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;

(২৪) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত হওয়া বা মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা সমাজ কর্তৃক তাহার প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন ও অমর্যাদাকর আচরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা;

(২৫) সরকার কর্তৃক অবসর ভাতা এবং অক্ষমতার জন্য অনুদান প্রদান ;

(২৬) স্কুলভিত্তিক নিয়মিত কর্মকান্ডসহ সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারিরীক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের ধরণ সাপেক্ষে দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;

(২৭) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমস্যা এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা নিশ্চিতকরণ:

তবে শর্ত থাকে যে, গোপনীয়তার ক্ষেত্রে, জীবনহানীর আশংকা অথবা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে;

(২৮) প্রকৃস্থত সময়ে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা; এবং

(২৯) প্রকৃস্থত সময়ে কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায়

মানসিক হাসপাতাল এবং সেবালয়

মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ চিকিৎসা সম্পর্কিত হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ

১০। (১) সরকার মানসিক রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যেকোন স্থানে মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) সরকার-

(ক) মানসিক রোগে আক্রান্ত ১৮ বৎসরের নিম্নের; এবং

(খ) এ্যালকোহল অথবা অন্য ঔষুধী দ্রব্যের নেশায় আসক্ত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৩) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই সকল মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের যথাযথ মান নির্ধারণ করিবে এবং কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহা তত্ত্বাবধান করিবে।

লাইসেন্স

১১। (১) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে এবং উহার পরে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কোন মানসিক হাসপাতাল, মানসিক

রোগ সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্র-

(ক) এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে ছয় মাস পর্যন্ত; এবং

(খ) যদি দফা (ক) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই আইনের অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ;

এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোন মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

লাইসেন্সের আবেদন

১২। (১) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কোন ব্যক্তি কোন মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র, বা ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তিনি উক্তরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্তির কমপক্ষে এক মাস পূর্বে এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিবেন।

(২) এই আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয়, মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

অথবা পরিচালনা করিতে চাহিলে, তাহাকে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সের জন্য ধার্যকৃত ফি পরিশোধপূর্বক নির্ধারিত ফরমে উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে আবেদন করিতে হইবে।

লাইসেন্স প্রদান অথবা বাতিলকরণ

১৩। (১) মানসিক রোগ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদানের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ ধারা ১৮ এর অধীনে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবে এবং যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা অথবা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালনা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;

(খ) আবেদনকারী মানসিক রোগীর ভর্তি, চিকিৎসা বা সেবা প্রদানের ন্যূনতম সুবিধাদি সরবরাহে সক্ষম; এবং

(গ) আবেদনে উল্লিখিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা, ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসন কেন্দ্র কমপক্ষে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকিবে,

তাহা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমে একটি লাইসেন্স প্রদান করিবে এবং কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হইলে লাইসেন্স প্রদান করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুরের পূর্বে আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং আবেদন না মঞ্জুরের আদেশের সহিত লাইসেন্স প্রদান না করিবার কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের জন্য আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর যোগ্য হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রতি ৬ (ছয়) মাসান্তে লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত চিকিৎসা সুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে কিনা তাহা পরিদর্শন করিবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি নির্ধারিত শর্ত অনুসরণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে:

তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া এইরূপ লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন

১৪। (১) যদি কোন কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি কাজ করিতে সক্ষম না হন অথবা মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে লাইসেন্সের অধিকারী অথবা ক্ষেত্রমত, উক্ত লাইসেন্সধারীর বৈধ প্রতিনিধি অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেই সর্ম্পকে অবহিত করিবেন এবং ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ

সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা পুনর্বসন কেন্দ্র -

(ক) উক্তরূপ অবহিতকরণের বা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে ছয় মাস পর্যন্ত ; অথবা

(খ) যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ;

লাইসেন্সপ্রাপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের বৈধ প্রতিনিধি যদি মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম) অথবা মানসিক ক্লিনিক অথবা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালনার কাজ নির্ধারিত সময়সীমার পরে অব্যাহত রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের তিন মাস পূর্বে উক্ত হাসপাতাল অথবা সেবালয় (নার্সিং হোম) অথবা মানসিক ক্লিনিক অথবা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যথাযথ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(৪) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নযোগ্য হইবে এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উর্ত্তীণের ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পূর্বে নির্ধারিত ফি পরিশোধ পূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে-

(ক) আবেদনকারী মানসিক রোগীর ভর্তি, চিকিৎসা বা সেবা প্রদানের ন্যূনতম সুবিধাদি সরবরাহে সক্ষম নয়; এবং

(খ) আবেদনকারী আবেদনে উল্লিখিত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র অথবা, ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসন কেন্দ্র কমপক্ষে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগে সক্ষম নয়; অথবা

(গ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন,

তাহা হইলে লাইসেন্স নবায়ন করিবেন না।

মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয়, ইত্যাদি পরিচালনা

১৫। প্রত্যেকটি মানসিক হাসপাতাল, মানসিক সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্ত অনুসারে পরিচালনা করিতে হইবে।

লাইসেন্স প্রত্যাহার

১৬। (১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্র-

(ক) এই আইন অথবা ইহার অধীন বর্ণিত বিধি অনুসারে পরিচালিত হইতেছে না; অথবা

(খ) মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকারক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে,

তাহা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্তকে প্রয়োজনীয় শুনানীর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে লাইসেন্স প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং লাইসেন্স বাতিলের কারণ অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (ক) এর অধীন প্রত্যেক আদেশে এই মর্মে একটি দিক নির্দেশনা থাকিবে যাহাতে লাইসেন্স প্রত্যাহারকৃত মানসিক হাসপাতাল, মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত রোগীকে একই ধরণের অন্য মানসিক হাসপতাল অথবা মানসিক রোগ সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যায় এবং এইরূপ আদেশে স্থানান্তরিত রোগীর যত্ন এবং তত্ত্বাবধানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

আপীল

১৭। (১) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান বা লাইসেন্স বাতিল আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উক্তরূপ আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধপূর্বক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল করিতে হইবে।

মানসিক হাসপাতাল ও সেবালয় সমূহ পরিদর্শন এবং রোগীদের সাক্ষাৎ

১৮। (১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শন কর্মকর্তা, যে কোন সময়, কোন মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় (নার্সিং হোম), মানসিক ক্লিনিক, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এই সকল চিকিৎসালয় বিধি অনুসারে পরিচালনা করিবার জন্য যে সকল নথি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তাহা পরিদর্শনের নিমিত্ত তলব করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ

পরিদর্শনকালে শুধুমাত্র উপধারা (৩) এর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখিতে হইবে।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনে সেইখানে চিকিৎসারত এবং সেবা গ্রহণকারী যে কোন রোগীর একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে পারিবেন -

(ক) যদি কোন রোগী সেইখানকার চিকিৎসা এবং সেবা সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন তাহা হইলে সেই বিষয়ে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে,

(খ) যে কোন ক্ষেত্রে, যদি একজন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা দেখিতে পান যে, একজন ভর্তিকৃত রোগী উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সেবা পাইতেছেন না।

(৩) যখন কোন পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন মানসিক হাসপাতাল বা মানসিক সেবালয়ে ভর্তিকৃত কোন রোগী যথাযথ সেবা বা যত্ন পাইতেছেন না তখন তিনি তাহা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইতে পারিবেন। এইরূপ জ্ঞাত হইবার পর লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারী মানসিক হাসপাতাল, বা ক্ষেত্রমত, মানসিক সেবালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যথাযথ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার বা লাইসেন্সধারী এইরূপ আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসা

১৯। প্রত্যেক মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয়ে ভর্তিকৃত রোগী হিসাবে চিকিৎসারত নহেন এইরূপ প্রত্যেক মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি, রোগীর চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত সুবিধাদি অবশ্যই থাকিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আটকাদেশ

ভর্তি এবং আটকাদেশ

২০। (১) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:-

(ক) স্বেচ্ছায় ভর্তি;

(খ) প্রতিবাদে অক্ষম রোগীর ভর্তি;

(গ) অনিচ্ছাকৃত ভর্তি;

(২) নাবালকের ভর্তি (আইনানুগ অভিভাবক বা আত্মীয়ের সম্মতি সাপেক্ষে):

(ক) স্বেচ্ছায় ভর্তি;

(খ) প্রতিবাদে অক্ষম রোগীর ভর্তি

(গ) অনিচ্ছাকৃত ভর্তি; এ ক্ষেত্রে ২৩ ধারার প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে, তবে অভিভাবক বা আত্মীয়ের সম্মতি অথবা মতামত বিবেচনায় লইতে হইবে;

স্বেচ্ছায় ভর্তির প্রক্রিয়া

২১। (১) আঠার (১৮) বৎসর বয়স বা তদূর্ধ্ব বয়সের রোগীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভর্তি করা যাইবে; নাবালক রোগীর ভর্তির ক্ষেত্রে রোগীর নিজের, অভিভাবকের বা আত্মীয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে করা যাইবে;

(২) ভর্তির জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আবেদনকারীকে ভর্তি করা হইবে কিনা সে সম্পর্কে চব্বিশ (২৪) ঘন্টার মধ্যে ভর্তিচ্ছুক ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগী স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র গ্রহণের অথবা চিকিৎসা প্রত্যাখান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন যদি না তিনি ভর্তির পর এই আইনের অধীন অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আওতায় পড়েন।

(৪) স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত রোগীকে ভর্তির সময় আইন অনুসারে তাহার ভর্তির মর্যাদা *(Admmission Status)* পরিবর্তন হইতে পারে এবং স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র গ্রহণের অথবা চিকিৎসা প্রত্যাখান করিবার অধিকার খর্ব হইতে পারে এই মর্মে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) স্বেচ্ছায় ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদী রোগীর ভর্তি রাখিবার বিষয় রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই (০২) বৎসর অন্তর ভর্তির যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করিবে; নাবালকের ক্ষেত্রে প্রতি এক (০১) বৎসর অন্তর ভর্তির যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করিবে।

প্রতিবাদে অক্ষম রোগীর ভর্তির প্রক্রিয়া

২২। (১) প্রতিবাদে অক্ষম রোগী আইনানুগ অভিভাবক অথবা আত্মীয়ের আবেদন বা সম্মতিক্রমে ভর্তি করিতে হইবে।

(২) ভর্তির জন্য আবেদন বা সম্মতি প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ভর্তি করা হইবে কিনা সে সম্পর্কে চব্বিশ (২৪) ঘন্টার মধ্যে রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবাদে অক্ষম রোগী ভর্তি রাখিবার বিষয় মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতি এক (০১) বৎসর অন্তর পুনর্বিবেচনা করিবে।

অনিচ্ছাকৃত ভর্তি প্রক্রিয়া

২৩। অভিভাবক, আত্মীয় বা পুলিশ অফিসার অথবা একজন চিকিৎসকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনিচ্ছাকৃত ভর্তি প্রক্রিয়া :

(ক) মেডিকেল অফিসারের সুপারিশে বাহাত্তর (৭২) ঘন্টা পর্যন্ত জরুরী ভর্তি;

(খ) একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসারে আটাশ (২৮) দিন পর্যন্ত নিরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ভর্তি;

(গ) মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা অনুসারে এক শত বিশ (১২০) দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য ভর্তি;

(ঘ) মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা অনুসারে দ্বিতীয়বার এক শত বিশ (১২০) দিন পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে পরবর্তীতে প্রতি ছয় (০৬) মাস অন্তর দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য ভর্তি:

তবে শর্ত থাকে যে , অনিচ্ছাকৃত ভর্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসার বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘায়িত চিকিৎসার জন্য ভর্তির পূর্বে মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ রোগীর অসুস্থতার প্রকৃতি ও মাত্রা, আক্রমণের ঘটনা ও প্রবণতা, ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মহত্যার প্রবণতা, রাস্তায় ভবঘূরে থাকিবার প্রবণতা এবং রোগী ভর্তি না করা হইলে তাহার নিজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনগণের নিরাপত্তা মারত্মকভাবে বিঘ্নিত হইবার আশংকা বিবেচনায় লইবেন।

নাবালকদের সাবলকত্ব অর্জনের পরবর্তী বিধান

২৪। কোন নাবালক ভর্তি থাকাকালীন সময়ে আঠার (১৮) বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স অতিক্রম করিলে তাহার ক্ষেত্রে আঠার (১৮) বা তদূর্ধ্ব বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী প্রয়োগ হইবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল

২৫। অনিচ্ছাকৃত ভর্তির বিরূদ্ধে সংশ্লিষ্ট রোগী অথবা তাহার অভিভাবক বা আত্মীয় মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০ ও ২৩ ধারায় প্রদত্ত দীর্ঘায়িত চিকিৎসার আদেশের তারিখ হইতে এক (০১) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট এর একজন অধ্যাপক এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজির একজন অধ্যাপক সমন্বয়ে বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইবুন্যাল এর নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গন্য হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে , মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইব্যুনাল রোগীর অসুস্থতার প্রকৃতি ও মাত্রা, আক্রমণের ঘটনা ও প্রবণতা, ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মহত্যার প্রবণতা, রাস্তায় ভবঘুরে থাকিবার প্রবণতা এবং রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন না থাকিলে তাহার

নিজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনগণের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইবার আশংকা বিবেচনায় লইবেন এবং নাবালক রোগীর ক্ষেত্রে তাহার অভিভাবক বা আত্মীয়ের মতামতও বিবেচনায় লইবেন।

(২) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আদেশ এবং রিসেপশন অর্ডারের পূনবিবেচনার জন্য বিধি মোতাবেক মানসিক স্বাস্থ্য ট্রাইবুন্যালে আবেদন করা যাইবে।

পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব

২৬। (১) পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখেন এবং উক্ত ব্যক্তি মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং নিজের যত্ন নিতে অক্ষম হিসাবে ধারণা করিবার কারণ থাকে এবং মানসিক রোগের কারণে উক্ত ব্যক্তিকে বিপজ্জনক মনে করিবার কারণ থাকে তবে তাহাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) পুলিশ কর্মকর্তা মানসিক রোগে আক্রান্ত হিসাবে উপরিউক্ত ব্যক্তিকে জিম্মায় গ্রহণের কারণ, সময় ও তারিখ উল্লেখ করিবে।

(৩) পুলিশ কর্মকর্তা সরাসরি অথবা সমাজকর্মীর মাধ্যমে নিরাপত্তা হেফাজতে গৃহীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে হাজির করিবে এবং যদি ঐব্যাক্তি কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে তবে পুলিশ কর্তৃক উক্ত ব্যক্তিকে আনয়নের সময় ব্যতীত এইরূপ নিরাপত্তায় লইবার চব্বিশ (২৪) ঘন্টার মধ্যে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রমতে সম্মুখে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ উপস্থাপন করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে আটকের কারণ অবহিত না করিয়া তাহাকে পুলিশের নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না এবং যেইক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন যে, আটককৃত ব্যক্তির আটকের কারণ উপলব্ধি করিবার মানসিক ক্ষমতা নাই, সেইক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব আটককৃত ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবক বা আত্মীয়কে আটকের কারণ অবহিত করিতে হইবে।

(৫) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা নিরাপত্তা হেফাজতে আটক ব্যক্তির অস্থায়ী অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) যদি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিকিৎসার জন্য অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত রোগী পুলিশের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিবে এবং তাহার আত্মীয়কে পাওয়া গেলে আত্মীয়র নিকট অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক হিসাবে স্থানীয় সমাজকর্মীর নিকট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে চিকিৎসাধীন রোগীটির দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবে।

(৭) মানসিক রোগী অতিরিক্ত উত্তেজিত অথবা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করিলে, তাহার আত্মীয় অথবা স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে, পুলিশ সহায়তা প্রদান করিবে।

(৮) অপরাধ সংঘটনের জন্য গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি পুলিশের জিম্মায় থাকা অবস্থায় মানসিক রোগে আক্রান্ত হিসাবে সন্দেহ করা হইলে অতি দ্রুত তাহার মানসিক

রোগ পরীক্ষার উদ্যেগ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে পুলিশ এই আইনের বিধান অনুসারে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৯) মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে কোন রোগী (যিনি অনিচ্ছাকৃত ভর্তি রোগী হিসাবে ভর্তি আছে) পলায়ন করিলে অথবা খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে পুলিশ তাহাকে খুঁজিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং পাওয়া মাত্র তাহাকে উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে হস্তান্তর করিবে।

মানসিক রোগে আক্রান্ত এমন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে উপস্থাপনের পর কার্যপদ্ধতি এবং অনিচ্ছাকৃত ভর্তি প্রক্রিয়া

২৭। (১) মানসিক রোগে আক্রান্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপনের পর, অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে প্রতীয়মান হইলে তিনি-

(ক) উক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা নিরীক্ষা করিবেন;

(খ) একজন চিকিৎসক কর্তৃক তাহাকে পরীক্ষা করাইবেন; এবং

(গ) প্রয়োজন মনে করিলে অন্যান্য তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর রোগীকে তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করিবার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যদি-

(ক) চিকিৎসক তাহার মানসিক রোগ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করেন; এবং

(খ) তিনি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তি মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং উক্ত ব্যক্তির নিজের অথবা অন্যান্যদের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন।

(৩) তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রয়োজনে ভর্তির আদেশ প্রদান করিবেন এবং যদি উক্ত ব্যক্তির আত্মীয় এই মর্মে, জামানতসহ বা ব্যতীত, মুচলেকা প্রদান করেন যে, তিনি উক্ত ব্যক্তির হেফাজত গ্রহণ করিবেন

এবং রোগীর দ্বারা তাহার নিজের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইবে না; সেইক্ষেত্রে আদালত নিশ্চিত হইলে রোগীকে তাহার আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তরের আদেশ দান করিতে পারিবেন।

মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান

২৮। (১) কোন ব্যক্তিকে পুলিশ কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আনিবার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে।

(২) সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে এক সপ্তাহ আগের পরীক্ষার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারী চিকিৎসক অনিচ্ছাকৃত ভর্তির প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের ব্যাপ্তি

২৯। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত মানসিক রোগী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অনিচ্ছাকৃত ভর্তির তারিখ হইতে আটাশ (২৮) দিন পর্যন্ত ভর্তি থাকিবে যদি না এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রয়োজন মত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই মেয়াদ পুনঃবিবেচনায় প্রতিবার একশত (১২০) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রিসেপশন অর্ডার

(কেবল ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা দন্ডপ্রাপ্ত মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিসেপশন অর্ডার প্রযোজ্য হইবে)

মানসিক সমস্যাগ্রস্ত কয়েদীদের চিকিৎসা

৩০। বিচারপূর্বে, বিচারকালীন, বিচার পরবর্তী এবং সাজাকালীন সময়ে মানসিক রোগাক্রান্ত আসামী ও কয়েদীকে মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারা হাসপাতালের চিকিৎসকের সনদ বা লিখিত মতামত আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

মানসিক রোগে আক্রান্ত অভিযুক্ত বা দন্ড প্রাপ্ত কয়েদীদের ভর্তি ও আটক

৩১। একজন মেডিকেল অফিসার কিংবা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালতের আদেশ সাপেক্ষে মানসিক রোগে আক্রান্ত কোন অভিযুক্ত বা দন্ড প্রাপ্ত কয়েদীকে সরকারি মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে আটাশ (২৮) দিনের জন্য ভর্তি ও আটক রাখা যাইবে।

রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন

৩২। (১) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডপ্রাপ্ত কোন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগের প্রকৃতি ও মাত্রা এমন যে, তাহার চিকিৎসা আটাশ (২৮) দিনের বেশী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন অথবা উক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও তাহার নিজের বা অন্যের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ বৃদ্ধি প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারাধীন তাহার নিকট রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত রিসেপশন অর্ডারের আবেদন বিবেচনাকালীন সময়ে উক্ত চিকিৎসক, তৎকর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ডের মতামত সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছার বিরূদ্ধে আটক রাখিতে পারিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার রোগীর ভর্তি অব্যাহত রাখিবার সিদ্ধান্তের কপি নিকটতম থানায় প্রেরণ করিবেন।

(২) যদি কোন মেডিকেল অফিসার কমপক্ষে ১৪ দিন উক্ত রোগীর চিকিৎসার সহিত যুক্ত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্ধারিত ফরমে উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদন পত্রের সহিত আবেদনকারী ব্যতীত অপর দুইজন মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রিসেপশন অর্ডার প্রদান

৩৩। (১) রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর কোন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে,

(ক) উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগের প্রকৃতি ও মাত্রা এমন যে, তাহার চিকিৎসাসীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং তাহার নিজের বা অন্যের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ বৃদ্ধি প্রয়োজন;

তাহা হইলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন (০৩) মাস এবং একজন দন্ডপ্রাপ্ত আসামির ক্ষেত্রে তাহার কারাদন্ডের পূর্ণমেয়াদ পর্যন্ত তিনি রিসেপশন অর্ডার প্রদান করিতে পারিবেন। রিসেপশন অর্ডার প্রদানের কার্যধারা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) উপরিউক্ত নিয়মে প্রয়োজন অনুসারে এক ব্যক্তির জন্য একাধিকবার রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসিক রোগের কারণে সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী না হইলে

৩৪। যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসিক রোগের কারণে সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী নয়, তাহা হইলে তাহাকে মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং চিকিৎসার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হইতে ছাড়পত্র প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি চিকিৎসা লইতে অনিচ্ছুক হইলে তাহার ক্ষেত্রে এই আইনে বর্ণিত "অনিচ্ছাকৃত ভর্তি প্রক্রিয়া" প্রযোজ্য হইবে।

মানসিক রোগাক্রান্ত অভিযুক্ত আসামী যাহারা শুনানির জন্য উপযুক্ত নয়

৩৫। মানসিক রোগাক্রান্ত অভিযুক্ত আসামী যদি আপাত দৃষ্টিতে শুনানির যোগ্য না হয়, তাহা হইলে মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তাহার মানসিক সক্ষমতা সর্ম্পকে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে তাহার শুনানি স্থগিত রাখিয়া তাহাকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ভর্তিকৃত রোগীর ন্যায় একই রকম অধিকার ও সেবা ভোগ করিবেন।

কয়েদীর কারাদন্ডের মেয়াদের অধিক সময় চিকিৎসা সুবিধা

৩৬। কোন কয়েদীকে তাহার কারাদন্ডের মেয়াদের অতিরিক্ত চিকিৎসা প্রদান করা যাইবে না যদি না তাহার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভর্তির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

অভিযুক্ত আসামীদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য স্থানান্তর

৩৭। কোন মানসিক রোগাক্রান্ত অভিযুক্ত আসামী বা দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীকে যথাযথ প্রহারায় মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করিতে হইবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের নিকট রিসেপশন অর্ডারের কপি প্রেরণ

৩৮। রিসেপশন অর্ডার প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রোগীকে যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নিকট রোগীর প্রয়োজনীয় মেডিকেল সার্টিফিকেট ও বিস্তারিত বিবরণসহ আদেশের প্রত্যয়িত কপি প্রেরণ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ছাড়পত্রের (Dischrge) প্রক্রিয়া

স্বেচ্ছায় এবং প্রতিবাদে অক্ষম ভর্তিকৃত রোগীর ছাড়পত্র প্রদান (*Dischrge*) প্রক্রিয়া

৩৯। (১) সুস্থ হইবার পর রোগীকে-

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে; বা

(খ) রোগীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে (*Discharge on request*) ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে।

(২) রোগী যদি চিকিৎসকের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র পাইতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে যদি না আইনের অন্য কোন বিধান অনুসারে তাহার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে থাকা বাধ্যতামূলক হয় তবে তিনি মুচলেকা সাপেক্ষে (*Discharge on risk bond*) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে পারিবে।

(৩) স্বেচ্ছায় বা প্রতিবাদে অক্ষম ভর্তিকৃত কোন নাবালক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি অবস্থায় যদি ১৮ বৎসর বয়স অতিক্রম করে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার তাহাকে উহা অবহিত করিবেন এবং অবহিত করিবার ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত রোগী যদি তাহার ভর্তি অবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য অনুরোধ না করেন, তাহা হইলে আইনানুগ অভিভাবক বা আত্মীয়ের সম্মতির সাপেক্ষে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

অনিচ্ছাকৃত ভর্তি মানসিক রোগীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান

৪০। (১) এই আইনের ২৩ ধারার অধীন আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত ভর্তি কোন মানসিক রোগীকে ভর্তির জন্য যে ব্যক্তি আবেদন করিয়াছিলেন তিনি অথবা রোগী নিজে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নিকট ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন এবং যদি না এই আইনের অন্য কোন বিধানের অধীন উহা বারিত হয় তাহা হইলে সুস্থতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হইবার পরে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে ।

(২) এই আইনের অন্য কোন ধারার বিধান অনুসারে ভর্তিকৃত ব্যক্তিকে যদি না ঐ ধারা বা অন্য কোন ধারার অধীনে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় তবে উক্ত

ধারার অধীনে নির্ধারিত মেয়াদের অধিক সময় চিকিৎসা অব্যাহত রাখা যাইবে না।

রিসেপশন অর্ডারের মাধ্যমে আটককৃত কোন মানসিক রোগীর ছাড়পত্র

৪১। (১) এই আইনের অধীন আবেদনের প্রেক্ষিতে রিসেপশন অর্ডারের মাধ্যমে আটককৃত কোন মানসিক রোগীকে যে ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রিসেপশন অর্ডার প্রদান করা হইয়াছিল উক্ত ব্যক্তি যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নিকট ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে তাহার সুস্থতা সর্ম্পকে নিশ্চিত হইবার পরে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক যদি লিখিতভাবে প্রত্যয়ন করেন যে, উক্ত ব্যক্তি বিপদজনক বা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য উপযুক্ত নয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে না।

(২) যে ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রিসেপশন অর্ডার প্রদান করা হইয়াছিল তিনি যদি দুইজন চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে আবেদন করেন, তাহা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার সংশ্লিষ্ট মানসিক রোগীকে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মানসিক রোগী যদি কোন কয়েদী হয় অথবা অন্যকোন আইনের অধীন তাহাকে আটক রাখা হয় সেইক্ষেত্রে তাহাকে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে না।

রিসেপশন অর্ডারের অধীন ভর্তিকৃত রোগীকে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয় আদালতকে অবহিত করণ

৪২। যদি কোন আদালতের রিসেপশন অর্ডারের প্রেক্ষিতে ভর্তিকৃত কোন মানসিক রোগীকে ছাড়পত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান

৪৩। (১) এই আইনের ২৭ ও ২৯ ধারার অধীন অনিচ্ছাকৃত ভর্তি কোন মানসিক রোগী, যদি মনে করেন যে, তিনি মানসিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্তের পর উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়পত্র প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন খারিজ করিতে পারিবেন।

রিসেপশন অর্ডারের অধীনে ভর্তিকৃত মানসিক রোগীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান

৪৪। রিসেপশন অর্ডারের অধীন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে আটককৃত মানসিক রোগীকে পরবর্তীতে যদি তদন্তক্রমে সুস্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার অনতিবিলম্বে তৎমর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদানপূর্বক আদালত কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়নের পর উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন

৪৫। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত মানসিক রোগী ছাড়পত্র প্রদান না করিবার জন্য অথবা ছাড়পত্র প্রদানের বিরুদ্ধে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রিসেপশন আদেশ প্রাপ্ত রোগীর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ

১৮ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সের মানসিক রোগীর অভিভাবক নিয়োগ

৪৬। (১) আঠার (১৮) বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সের মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে যদি তাহার নিজেকে দেখাশুনা করিবার সক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে আবেদনের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার অভিভাবক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয় অথবা আবেদনকারী নিজে অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক হইতে পারিবেন।

(৩) অভিভাবকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, যেই ব্যক্তিকে অভিভাবক নিয়োগ করা হইবে তিনি রোগীকে যত্ন বা সুরক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির আবেদন বিবেচনা করা হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত না হইলে, যে প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃত ভর্তির আবেদনপত্র বিবেচনা করা হয়, এইক্ষেত্রেও সেইরুপ অনুসরণ করিতে হইবে।

নাবালকের যত্ন , তত্ত্বাবধানের আদেশ

৪৭। অনুর্ধ আঠার (১৮) বৎসর বয়সের মানসিক রোগীকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যত্ন বা তত্বাবধানের আদেশ প্রদান করা যাইবে।

রোগীর সম্পত্তি ও বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ

৪৮। (১) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সক্ষম না হন, তাহা হইলে আদালত একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির কোন বৈধ উত্তরাধিকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না এবং উক্তরূপ নিয়োগ কেবল রোগীর স্বার্থ বিবেচনাক্রমেই হইতে হইবে।

(২) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক এবং তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক উভয়ই উক্ত রোগীর সম্পত্তি হইতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর কোন মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বোধশক্তির অবনতির কারণে অথবা অন্যকোন কারণে তাহার সম্পত্তি বা বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষম না হন, সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়কে তাঁহার সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিবেন এবং যদি আত্মীয় এই সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আদালতের নিকট মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বা বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপকের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে:-

(ক) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির যেকোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা;

(খ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নামে অথবা তাহার পক্ষে যেকোন সম্পত্তি গ্রহণ করা;

(গ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির যেকোন সম্পত্তির বন্দোবস্ত করা;

(ঘ) উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির যেকোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা;

(ঙ) অংশীদারী কারবার অবসান;

(চ) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নামে অথবা তাহার পক্ষে যেকোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) ব্যবস্থাপক কোন ভাবেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির কোন স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, হস্তান্তর , বিক্রি, ভাড়া, উপহার, বিনিময় করিতে অথবা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক উক্ত সম্পত্তি লিজ প্রদান করিতে পারিবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহার দায়িত্বে থাকা সম্পত্তি ও সম্পদ, গৃহীত অর্থ এবং উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ এবং স্থিতির হিসাব সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতের নিকট দাখিল করিবেন।

(৭) ব্যবস্থাপক মানসিক রোগ চিকিৎসার চলতি ব্যয় এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বা সম্পদ তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক ব্যয় বাদে অবশিষ্ট অর্থ সরকারী কোষাগারে উক্ত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে জমা প্রদান করিবেন, যদি না তাহাকে নিয়োগকারী আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, সংশ্লিষ্ট মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থে উক্ত অর্থ অন্যভাবে বিনিয়োগ বা খাটানো যাইবে এবং তিনি সকল লেনদেনের হিসাব রক্ষণ করিবেন।

(৮) আদালত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত যেকোন বিষয় বা তাহার সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন বিষয় এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তৎবিবেচনায় যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির কোন আত্মীয়, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে অথবা তাহার অপসারণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা তাহার মৃত্যুর পর বৈধ প্রতিনিধির নিকট হইতে তাহার অধীনে থাকা অথবা তৎকর্তৃক গৃহীত কোন সম্পত্তির হিসাব প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(১০) যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানসিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত উহার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত ব্যক্তির মানসিক রোগের সুস্থতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় সরকার কর্তৃক বহন

৪৯। কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসারত বা আটককৃত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বহন করিবার বিধান না থাকিলে, সরকার কর্তৃক বহন করিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন অন্য কোন ব্যক্তির বহন করিবার বিধান থাকিলে তাহার নিকট হইতে এইরূপ ব্যয় সরকারী দাবী আদায় আইন অনুযায়ী সরকারী দাবী হিসাবে আদায় করা যাইবে।

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা

৫০। মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য আবেদন

৫১। (১) যে ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সম্পত্তির মালিক হন, সেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত মানসিক রোগীর কোন আত্মীয় উক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা তদন্তের জন্য তিনি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার এষতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আদালত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক অথবা তৎকর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মানসিক অসুস্থতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য এবং উক্ত ব্যক্তি যে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রহিয়াছেন তাহাকেও নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত রোগী যদি মহিলা হন এবং তাঁহার ধর্ম বা প্রথা অনুয়ায়ী জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় বাধা থাকে, তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার বসবাসের স্থানে কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত নোটিশের একটি কপি আবেদনকারীকে এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তে উপস্থিত থাকা আবশ্যক এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন তদন্তের উদ্দেশ্যে আদালত তৎবিবেচনায় উপযুক্ত দুইজন ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তদন্তের পর আদালত যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে

৫২। তদন্ত সমাপ্তির পর আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত অথবা আক্রান্ত নন; এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হইলে, তিনি তাহার নিজের যত্ন এবং তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম বা সক্ষম

নন অথবা কেবল তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম বা সক্ষম নন।

আপীল

৫৩। মানসিক সক্ষমতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও অভিভাবক নিয়োগের বিরূদ্ধে আপীল এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জেলা জজ আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসহ এই অধ্যায়ের অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা যাইবে ।

নবম অধ্যায়

মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কতিপয় সুরক্ষা

চিকিৎসা চলাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার

৫৪। (১) চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার অমর্যাদাকর আচরণ (শারিরীক অথবা মানসিক) অথবা নিষ্ঠুর আচরণ করা যাইবে না।

(২) চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে কোন মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত ব্যক্তি এইরূপ গবেষণার সরাসরি সুবিধাভোগী হন এবং তাহার রোগ নির্ণয় অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা প্রয়োজনীয় হয়, অথবা

এইরূপ গবেষণার জন্য এমন একজন ব্যক্তি, যিনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত রোগী, লিখিতভাবে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন অথবা এমন কোন ব্যক্তি (যিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রোগী নন), যিনি অপ্রাপ্তবয়স্কতা বা অন্য কোন কারণে বৈধভাবে সম্মতি প্রদানের যোগ্য নন, তাহার ক্ষেত্রে তাহার অভিভাবক বা তাহার পক্ষে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে পারিবার

যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তি লিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হইলে এইরূপ গবেষণা করা যাইতে পারে।

(৩) পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোন প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে অবমাননাকর, নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা যাইবে না।

(৪) ৭৮ ধারা এর অধীন প্রণীত কোন বিধি সাপেক্ষে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচিত কোন যোগাযোগ অথবা বিড়ম্বনাকর বা মানহানিকর যোগাযোগ প্রতিরোধ করিবার অযুহাতে, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত বা তাহার নিকট আগত কোন চিঠি বা অন্য কোন ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করা, আটক করা বা ধ্বংস করা যাইবে না।

(৫) যে কোন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকগণের সমান আইনী সামর্থ (*Legal Capacity*) চর্চা হইতে বিরত করা যাইবে না, এইরূপ ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন, তাহার নিজের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরণের আর্থিক ঋণ পাইতে অপরাপর সকলের ন্যায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে, প্রকৃতিস্থ সময়ে (*Lucid Interval*) সহ আইনের প্রচলিত অন্যান্য বিধিবিধান সাপেক্ষে তাহার আইনী সামর্থ (*Legal Capacity*) যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায়

৫৫। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় অথবা চিকিৎসাহীন অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা যাইবে

আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ অথবা তাহার সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

না অথবা তাহার অভিভাবক কর্তৃক তাহার সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়

দন্ড সংক্রান্ত বিধান

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দন্ড

৫৬। (১) যে কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে মানসিক হাসপাতাল অথবা মানসিক সেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই (২) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং পরবর্তীতে একই অপরাধ প্রতিবার সংঘটনের ক্ষেত্রে তিনি অনধিক পাঁচ (৫) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানের দন্ড

৫৭। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত হিসাবে কোন ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন অথবা যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানসিক রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক (১) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ (০৫) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্যায্যভাবে রিসেপশন এর মাধ্যমে আটক রাখার দন্ড

৫৮। যদি কোন ব্যক্তি, সত্য গোপন করিয়া আদালত হইতে রিসিপশন আদেশ হাসিলের মাধ্যমে কোন মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে মানসিক হাসপাতাল বা মানসিক সেবালয়ে ভর্তিপূর্বক আটক রাখে অথবা অবস্থান করায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি অনধিক এক (১) বৎরের

সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ (০৫) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য ব্যবহার করিবার দন্ড

৫৯। কোন মানসিক সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের জন্য সুবিধাজনক মনে করিয়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহার করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য দন্ডিত হইবেন:

তবে উল্লেখ থাকে যে, কোন অবস্থায় ব্যবহারকারী ব্যক্তি মানসিক সমস্যায় বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় বিচার হইতে অব্যহতির কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

অন্যান্য বিধান লংঘনের সাধারণ দন্ড

৬০। কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির বিধান লংঘন করিলে যদি উক্ত লংঘনের জন্য সুস্পষ্টভাবে কোন শাস্তির উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে উক্তরূপ লংঘনের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব এক (১) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৬১। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমোদন ব্যতীত ৫৬ ধারা এর অধীনে দন্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে কোন আদালত তা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ার সম্পন্ন বিচার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অথবা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মানসিক হাসপাতাল বা মানসিক সেবালয়ের বিরুদ্ধে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ৫৬ ধারা এর অধীনে দন্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে পদক্ষেপ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে নাই এবং উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা চেয়ারম্যানকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া উক্তরূপ পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

মামলা দায়ের, আমলযোগ্যতা ইত্যাদি

৬২। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য সংক্ষুব্ধ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং, অথবা তাহার পিতা-মাতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক, আত্মীয় অথবা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত বা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কর্মে নিয়োজিত সংগঠন মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অথবা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (*cognizable*) ও আপোষের অযোগ্য (*non-compoundable*), তবে জামিনযোগ্য (*bailable*) হইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৬৩। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত , বিচার ও আপীলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৬৪। (১) এই আইনের অধীনে কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা ম্যানেজার বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট ব্যক্তিগতভাবে বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন না।

ব্যাখ্যা-। এই ধারায় -

(ক) 'কোম্পানী' বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (*Body Corporate*) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

আইনগত সহায়তা

৬৫। (১) যদি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কোন আইনগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি **আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০** (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এর অধীনে আইনগত সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার আত্মীয়, অভিভাবক বা ব্যবস্থাপক আদালতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পেনশন সুবিধা

৬৬। (১) আপাতত বলবৎ অন্যকোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হইবার কারণে তাহাকে পেনশন বা অনুরূপ কোন সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) উক্ত মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য পেনশন, গ্রাচুয়িটি বা অন্যকোন ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

৬৭। (১) এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিবার জন্য বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসা দলের কোন সদস্য অথবা মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইন বা তদোধীন প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিবার জন্য বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে সেই কারণে সরকারের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

বিধি প্রণয়ন

৬৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়ন

৬৯। কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদোধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৭০। (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ***Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)*** রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আইনের অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ইংরেজী পাঠ

৭১। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রণয়ন করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

স্বাক্ষরিত / = ০৫.০৭.২০১৫
প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

স্বাক্ষরিত / =০৫.০৭.২০১৫
বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

স্বাক্ষরিত =০৫.০৭.২০১৫
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান